

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষামন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

শাঃ১৩/১-৩(ভারত)/৯৮/৪৬৩

তারিখ : ৫-১-৯৯

বিজ্ঞপ্তি

ভারত সরকারের বৃত্তির অধীনে ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়ের নিমিত্তে নিম্নোক্ত বিষয়/শাখাসমূহে মেধারভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশী নাগরিকদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। কেবলমাত্র নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পূরণে সক্ষম প্রার্থীগণই আবেদন করতে পারবেন :

ক)	বিভাগ/ বিষয়	সুযোগ সংখ্যা	প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা
১।	রসায়ন		
২।	পদার্থ বিদ্যা		
৩।	গণিত		
৪।	উদ্ভিদ বিদ্যা		
৫।	প্রাণী বিদ্যা		
৬।	প্রাণ রসায়ন		
৭।	ফলিত পদার্থ বিদ্যা	২০	এসএসসি হতে সকল পরীক্ষায় ১ম শ্রেণী/বিভাগ থাকতে হবে।
৮।	পরিবেশ বিজ্ঞান		
৯।	কৃষি		
১০।	বাণিজ্য		
১১।	ব্যবসায় প্রশাসন		
১২।	অর্থনীতি		
১৩।	সমাজ বিজ্ঞান		
১৪।	লোক প্রশাসন		
১৫।	রাষ্ট্রবিজ্ঞান		
১৬।	ভূগোল		
১৭।	ইতিহাস		
১৮।	সংস্কৃত		
১৯।	পালি	০৫	এসএসসি হতে সকল পরীক্ষায় ৫০% নম্বর থাকতে হবে।
২০।	প্রাকৃত		

- ২। চল্লিশোর্ধ বয়স্ক প্রার্থীগণ আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।
- ৩। কর্মরত প্রার্থীগণকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। তবে সময়ের স্বল্পতার কারণে অগ্রিম আবেদনপত্র সাময়িকভাবে বিবেচনা করা হবে। চূড়ান্ত মনোনয়নের পূর্বে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন না পৌঁছালে প্রার্থীতা বাতিল হবে। ইতিপূর্বে সরকারী মনোনয়নের মাধ্যমে বৃত্তি ভোগ করে থাকলে বিধি মোতাবেক বাধ্যতামূলক চাকুরীর মেয়াদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন না।
- ৪। আগামী ৩১-১-৯৯ তারিখের মধ্যে সাদা কাগজে নিম্নলিখিত ছক অনুসারে ইংরেজিতে দুই কপি দরখাস্ত দাখিল করতে হবে। এক কপি দরখাস্তের সাথে প্রার্থীর সকল পরীক্ষার পাসের সার্টিফিকেট ও মার্কশীটের সত্যায়িত ফটোকপি ইত্যাদি এবং পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত এক কপি ছবি ভালভাবে সংযুক্ত করে দিতে হবে। দরখাস্তের অপর কপি একটি মূল দরখাস্তের সাথে আলপিন বা জেমস ক্লীপ দ্বারা এমনভাবে সংযুক্ত করতে হবে যাতে সহজেই পৃথক করা যায়। ভিন্ন কোনরূপ দরখাস্ত এ পর্যায়ে দাখিল করতে হবে না।
- ৫। স্নাতকোত্তর পর্যায়ের আবেদনকারীদেরকে নিম্নোক্ত নীতিমালা অনুসারে ১০০ নম্বরের মধ্যে তাদের মূল্যায়ন করে মেধার ভিত্তিতে মনোনয়ন দেয়া হবে :

স্নাতকোত্তর পর্যায়

- ক) এসএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ২০ নম্বর
 - খ) এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ২০ নম্বর
 - গ) স্নাতক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ৩০ নম্বর
 - ঘ) স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ৩০ নম্বর
- ৪ বছর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রীর ক্ষেত্রে
(ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি, সাধারণ শিক্ষা)
৬০ নম্বর ধরা হবে।

৬। আবেদনপত্রের ছক নিম্নরূপ হবে :

ভারতীয় স্নাতকোত্তর বৃত্তির জন্য আবেদন
প্রার্থিত বিষয়ের / ক্ষেত্রের নাম

- ক) প্রার্থীর নাম :
- খ) পিতার নাম :
- গ) বর্তমান ঠিকানা (টেলিগ্রাম অফিসসহ) :
- ঘ) টেলিফোন নম্বর (যদি থাকে) :
- ঙ) এসএসসি থেকে সকল পরীক্ষার ফলাফল :

পরীক্ষার নাম ও কোর্সের মেয়াদ	বোর্ড/ বিঃবিঃ ও পাসের সন	পঠিত মূল বিষয়সমূহ	প্রাপ্ত বিভাগ/ শ্রেণী	পরীক্ষার মোট নম্বর (যত নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়েছে)	প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত মোট নম্বর	৫নং অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রাপ্ত স্কোর
-------------------------------	--------------------------	--------------------	-----------------------	---	-----------------------------------	------------------------------------

৫নং অনুচ্ছেদ অনুসারে মোট স্কোর (যোগফল)

- চ) স্বীকৃত পেশাগত জার্নালে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রকাশনা থাকলে উহার বিবরণ :
- ছ) জন্ম তারিখ এবং ১-২-৯৯ তারিখে বয়স :
- জ) স্থায়ী ঠিকানা :
- ঝ) জাতীয়তা :

আবেদনকারী পূর্ণ স্বাক্ষর

৭। আবেদনপত্র নিম্নস্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় অথবা বাংলাদেশ সচিবালয়ের ৫নং গেটে রক্ষিত ২নং কাঠের বাস্কে ৩১-১-৯৯ তারিখের মধ্যে পৌঁছাতে হবে। অসম্পূর্ণ দরখাস্ত বাতিল বলে গণ্য হবে। দরখাস্তের খামের উপরে ভারতীয় বৃত্তি (স্নাতকোত্তর) এবং বিষয়ের নাম এবং প্রাপ্ত স্কোর স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৮। মনোনয়নের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের তালিকা ১৫-২-৯৯ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এবং জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) এ টাঙ্গিয়ে দেয়া হবে। প্রার্থীদেরকে কোন চিঠি দেয়া হবে না। নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে নায়েমের রেজিস্টারের দপ্তর থেকে ফরম সংগ্রহ করে তাৎক্ষণিকভাবে জমা দিতে হবে। সে কারণে তাদেরকে ৬ কপি করে ছবি, ইংরেজীতে সার্টিফিকেট ও মার্কশীটসমূহ, সিলেবাসের কপি এবং চাহিদা মোতাবেক অন্যান্য কাগজপত্র প্রস্তুত রাখার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যে সকল বিষয়ে লেখাপড়ার / গবেষণার সুযোগ আছে তা প্রার্থীকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে জেনে নিতে হবে।

৯। প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

১০। ভারত সরকার প্রদত্ত বৃত্তি ছাড়া এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের কোনরূপ আর্থিক দায়-দায়িত্ব থাকবে না।